Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 26-05-2026 16:15 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১১ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ২৬ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৫২ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

জুনেই বঙ্গে শাহী সফর, জমি হস্তান্তরের মধ্যেই সীমান্ত পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

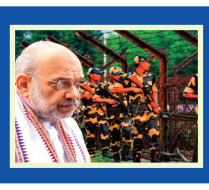

সেনাই চালায় পাকিস্তান! আব্রাহাম চুক্তিতে মুনিরকে আহ্বান ট্রাম্পের, ব্রাত্য শরিফ

যাঁরা 'বাংলার বাড়ি' পেয়েছেন তাঁরা কি আদৌ যোগ্য? যাচাইয়ের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

ঋণমুক্তি থেকে উন্নয়নের পথে

২২ জুন বিধানসভায় নতুন সরকারের প্রথম বাজেট

দীপঙ্কর দোলাই ,নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রথমবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৮ জুন থেকে শুরু হবে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। আর ২২ জুন পেশ হবে নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট।পূর্ববর্তী সরকারের রেখে যাওয়া বিপুল ঋণের বোঝা সামলে রাজ্যে ভারী শিল্প ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কার্যকর দিশা এই বাজেটে মিলবে কি না, তা নিয়েই এখন তীব্র কৌতূহল রাজনৈতিক মহল থেকে শিল্পজগৎ সর্বত্র।বাজেট প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে সোমবার নবান্নে সমস্ত দফতরের সচিবদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

অধিকারী। সূত্রের খবর, বৈঠকে রাজ্যের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেন রাজকোষের যেকোনও অপচয় অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সরকারি ব্যয় সংকোচন করে রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য দ্রুত একটি সুনির্দিষ্ট ব্লু-প্রিন্ট তৈরির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সাশ্রয় হওয়া উদ্বৃত্ত অর্থ রাজ্যের হাইওয়ে, উড়ালপুল এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো খাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এ দিনের বৈঠকে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি দ্রুত সম্পন্ন করাই নতুন সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার বলে জানা গিয়েছে।রাজ্যের ঝিমিয়ে পড়া শিল্প পরিবেশে নতুন গতি আনতে অভিনব পদক্ষেপ করেছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় বণিকসভা এবং অর্থনৈতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে বাজেট বিষয়ে লিখিত প্রস্তাব সংগ্রহ করতে হবে।কর কাঠামোর সরলীকরণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ কারীদের বাংলায় আকর্ষণ করতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্কারের রূপরেখা শিল্পপতি ও বণিকসভাগুলির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। আসন্ন বাজেট অধিবেশনে শাসকদলকে একই সঙ্গে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

একদিকে রাজ্যকে ঋণমুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার বিশ্বাসযোগ্য পরিকল্পনা পেশ করতে হবে, অন্যদিকে বিধানসভার অভ্যন্তরে বিরোধীদের আক্রমণও সামলাতে হবে। সামাজিক প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ এবং সাধারণ মানুষের জন্য নতুন কী ঘোষণা আসছে, সে বিষয়েও রয়েছে ব্যাপক প্রত্যাশা।

অপারেশন পদ্ম

বিজেপির পথে তৃণমূলের একাধিক সাংসদ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ অনেকেই মনে করেছিলেন, ঘটনাটা ঘটতে পারে রাজ্যের বিধানসভায়। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের জল্পনা এখন জাতীয় রাজনীতিকে ঘিরে। দিল্লির অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে তথাকথিত অপারেশন পদ্ম নিয়ে। বর্তমানে লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সংখ্যা ২৯। সূত্রের দাবি, তাঁদের মধ্যে ডজনখানেক সাংসদ বিজেপিতে যোগদান অথবা এনডিএ-কে সমর্থনের বিষয়ে প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আরও পাঁচ-ছয় জন সাংসদের নামও আলোচনায় রয়েছে বলে রাজনৈতিক সূত্রের খবর।জানা গিয়েছে, আপাতত সম্ভাব্য দলবদলের সংখ্যা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা চলছে। কারণ, দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতা এড়াতে প্রয়োজন নির্দিষ্ট সংখ্যক সাংসদের সমর্থন। সেই সমীকরণ মাথায় রেখেই পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে জল্পনা। আগামী সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনেই পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে, সম্ভাব্য ভাঙনের ইঙ্গিত পেয়েই তৃণমূল নেতৃত্ব সাংসদদের একজোট রাখার উদ্যোগ শুরু করেছে বলেও সূত্রের দাবি। কারণ, আলোচনায় উঠে আসা কয়েকজন সাংসদকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বলেই মনে করা হয়।রাজনৈতিক মহলের হিসাব অনুযায়ী, ২৯ জন সাংসদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ১৯ থেকে ২০ জন একসঙ্গে অবস্থান বদল করলে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর হবে না। সূত্রের খবর, সেই অঙ্ক নিয়েই নেপথ্যে আলোচনা এগোচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, লোকসভা ও রাজ্যসভায় নিজেদের সাংসদ সংখ্যা আরও বাড়ানোই বিজেপির অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ-সহ গুরুত্বপূর্ণ

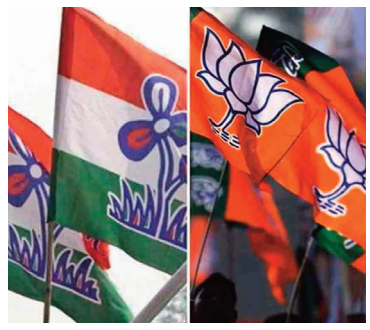

একাধিক বিল সহজে পাশ করাতে সংসদে সংখ্যাগত সুবিধা আরও মজবুত করতে চাইছে গেরুয়া শিবির।লোকসভায় সম্ভাব্য এই ভাঙন সফল হলে বিজেপির পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারে রাজ্যসভা; এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বর্তমানে রাজ্যসভায় তৃণমূলের ১৩ জন সাংসদ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যেও কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে দিল্লির রাজনৈতিক মহলে।এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা, পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদে রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে। তৃণমূল পরিচালিত একাধিক পুরবোর্ডে অস্থিরতার খবর সামনে এসেছে। যদিও বিজেপির তরফে প্রকাশ্যে এখনও দলবদল নিয়ে আনুষ্ঠানিক অবস্থান স্পষ্ট করা হয়নি, তবুও রাজনৈতিক তৎপরতা যে জারি রয়েছে, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে।বর্তমানে লোকসভায় বিজেপির নিজস্ব সাংসদ সংখ্যা ২৪০। শরিক দলগুলির সমর্থন নিয়ে এনডিএ সরকার চলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের একাধিক সাংসদকে পাশে পেলে বিজেপির সংসদীয় শক্তি আরও বাড়বে এবং শরিকদের উপর নির্ভরতাও কিছুটা কমবে। সেই কারণেই বাংলার সাংসদদের নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের।তৃণমূলের অন্দরেও অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলছে বলে দাবি রাজনৈতিক সূত্রের।

হাইকোর্টে রুজিরা

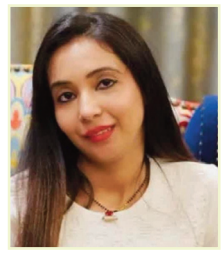

নয়া জামানা ঃ বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরণী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় নারুলা।মনে করা হচ্ছে যে, স্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ যেতে পারেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও।কারণ আবেদন পত্রে রুজিরা-সহ দু'জনের বিদেশযাত্রার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে।যদিও আদৌ অভিষেক বিদেশে যাবেন কি না সে বিষয়টি আদালতে খোলসা করেননি রুজিরার আইনজীবী।তবে মনে করা হচ্ছে, অভিষেকও এই মামলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

প্রশান্তের দাদাগিরি

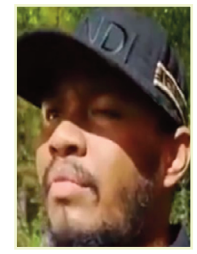

নয়া জামানা ঃ সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা অপহরণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের এবার দাদাগিরি! মদ্যপ অবস্থায় প্রকাশ্য রাস্তায় দাদাগিরি করার অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। ওই ভিডিও প্রকাশ্য আসতে এলাকা জুড়ে ব্যাপক শোরগোল তৈরি হয়েছে। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ নিউটাউনের সারচী সিগন্যালের সামনের এই ঘটনাটি ঘটেছে।

আসছে কালবৈশাখী

নয়া জামানা ঃ তীব্র গরমে মে মাসের সপ্তাহ দুয়েক প্রায় নাভিশ্বাস অবস্থা। মাস শেষ হতে চললেও বৃষ্টির দেখা নেই। অবশেষে স্বস্তির খবর দিল হাওয়া অফিস। বুধবার থেকে রাজ্যে হাওয়া বদলের পূর্বাভাস। উত্তরে কমবে ভারী বৃষ্টির পরিমাণ, দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে ঝড় বৃষ্টির প্রবণতা। বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় কালবৈশাখীর সতর্কতা। পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের জন্যও জারি সতর্কতা।

ঘাতক ইনজেকশন!

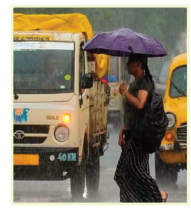

নয়া জামানা ঃ রাজস্থান সরকার ইতিমধ্যেই মৃত্যুর সঠিক কারণ অনুধাবনে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে।রাজস্থানের কোটায় সরকারি হাসপাতালে অক্সিটোসিন ইনজেকশন দেওয়ার পরে অন্তত ৫ অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণে নারীদের সচরাচর এই ওষুধটি দেওয়া হয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 26-05-2026 16:15 Page 2

স্ত্রী 'ভেবে' শাশুড়িকে গর্ভবতী করল জামাই!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ নাইজেরিয়ার -এ এক অস্বস্তিকর পারিবারিক ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ৪৫ বছর বয়সী কৃষক ও কাঠমিস্ত্রি জন উলাহা -র বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর ৪২ বছর বয়সী শাশুড়ি আশেতু ইগবাসুয়েকে গর্ভবতী করেছেন। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর স্থানীয় সমাজে সমালোচনা ও আলোচনার ঝড় উঠেছে।জানা গেছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে আশেতু ফসল কাটার কাজে এলাকায় আসেন। সেখানেই জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে শুরু করে। একটি সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, প্রথমে বিষয়টি মজার ছলে শুরু হলেও পরে তা নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে গড়ায়। দিনের কাজের পর রাতে তাঁদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হতো এবং প্রায় তিন মাসের মাথায় তিনি গর্ভবতী হন।আশেতুর কথায়, তিনি ভাবেননি তাঁর বয়সে গর্ভধারণ সম্ভব। পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়লে তিনি নিজেই মেয়েকে অর্থাৎ তার জামাইয়ের স্ত্রীকে বিষয়টি জানান, সমাধানের আশায়। কিন্তু মেয়ে ক্ষোভে বিষয়টি প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। আশেতু বলেছেন, তিনি এই ঘটনায় অনুতপ্ত এবং মেয়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও জানান।অন্যদিকে জন উলাহার দাবি, তাঁকে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, খামারে কাজের সময় তাঁর শাশুড়ির আচরণ তাঁকে প্ররোচিত করেছিল এবং পরে দু'জনের সম্মতিতেই সম্পর্ক চলতে থাকে।

এই ঘটনার জেরে জনের স্ত্রী ও আশেতুর মেয়ে ভিক্টোরিয়া গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর মতে, স্বামীর এই আচরণ অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং পারিবারিক সম্পর্কের সীমা লঙ্ঘন করেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের পথে না গিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন।পুরো ঘটনাটি স্থানীয় সমাজে নৈতিকতা, পারিবারিক দায়িত্ব ও সম্পর্কের সীমা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। পরিবারের ভেতরের এই সম্পর্ক এখন দাম্পত্য জীবনে গভীর চাপ তৈরি করেছে এবং পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছে।

বার্ধক্য জয় করবে মানুষ!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মানুষের দীর্ঘায়ু হওয়ার আজন্ম সাধ কি এবার পূরণ হতে চলেছে? ইউনিভার্সিটি অফ রোচেস্টারের বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক এক গবেষণা অন্তত সেই আশাই দেখাচ্ছে। সমুদ্রের গভীরে বাস করা বো-হেড তিমির জীবন রহস্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এমন এক বিশেষ প্রোটিনের সন্ধান পেয়েছেন, যা মানুষের আয়ু প্রায় ২০০ বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে।বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী 'নেচার'-এ প্রকাশিত এই গবেষণায় গবেষক ভেরা গর্বুনোভা ও আন্দ্রেই সেলুয়ানভ জানান, বো-হেড তিমিরা সাধারণত দুই শতাব্দী পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এদের দীর্ঘ জীবনের মূল চাবিকাঠি হলো সি আই আর বি পি নামক একটি ডিএনএ-রিপেয়ার প্রোটিন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় এই তিমির শরীরে এই প্রোটিনের উপস্থিতি প্রায় ১০০ গুণ বেশি।সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা থেকে জন্ম নেয় ক্যান্সার বা বার্ধক্যের মতো সমস্যা। কিন্তু এই প্রোটিনটি তিমির শরীরে ক্ষতিকর জেনেটিক মিউটেশন জমতে দেয় না।

বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত দেশ নির্ধারণ করতে গেলে কেবল সাক্ষরতার হার দেখলেই হয় না; দেখতে হয় কত শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। এই তুলনায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়(আইএসসিইডি), যা শিক্ষাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে আন্তর্জাতিক তুলনা করার সুযোগ দেয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা যেখানে মৌলিক সাক্ষরতা ও ভিত্তি গড়ে তোলে, সেখানে তৃতীয় স্তরের শিক্ষা;অর্থাৎ মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণ;উন্নত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করে। গত দুই দশকে বিশ্বজুড়ে উচ্চশিক্ষায় অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছে। ইউনেস্কো-র তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালে বিশ্বে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ কোটি, যা ২০১৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২০ কোটি ৭০ লক্ষে। দক্ষ জনশক্তির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র বাড়িয়েছে।

২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৃতীয় স্তরের শিক্ষা সম্পন্নের হার অনুযায়ী বর্তমানে শীর্ষে রয়েছে কানাডা, যেখানে এই হার ৬৩ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে জাপান (৫৬ শতাংশ), আয়ারল্যান্ড (৫৪ শতাংশ) এবং দক্ষিণ কোরিয়া (৫৩ শতাংশ)। এছাড়া ব্রিটেন , আমেরিকা , অস্ট্রেলিয়া , ফিনল্যান্ড , নরওয়ে ও লুক্সেমবুর্গ-ও শীর্ষ দশে রয়েছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, কানাডার শক্তিশালী কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা এই সাফল্যের মূল কারণ। অন্যদিকে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল হিসেবে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগ করেছে।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রজন্মভিত্তিক পরিবর্তন। তরুণদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সম্পন্নের হার প্রবীণদের তুলনায় অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৫,৩৪ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ তৃতীয় স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন, যা বয়স্ক প্রজন্মের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। একই প্রবণতা কানাডা ও জাপানেও দেখা যায়। অর্থাৎ, আগামী দশকে এই দেশগুলির শিক্ষার হার আরও বাড়বে। যেসব দেশে উচ্চশিক্ষিত মানুষের হার বেশি, সেসব দেশ সাধারণত প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও উৎপাদনশীলতায় এগিয়ে থাকে।তবে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা বিস্তৃত হলেও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে এখনো বড় ব্যবধান রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে কলেজ সম্পন্নের হার অনেক বেশি, অন্যদিকে বহু উন্নয়নশীল দেশে এখনো মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকারের বিস্তার চলছে। কিছু অনুন্নত দেশে মৌলিক বিদ্যালয়শিক্ষাও সীমিত।সার্বিক তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে তৃতীয় স্তরের শিক্ষা সম্পন্নের হারের বিচারে কানাডাকেই বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত দেশ বলা যায়। তবে বিশ্ব অর্থনীতি যত বেশি দক্ষতা ও প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছে, ততই শিক্ষা ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রধান শক্তি হয়ে উঠছে।

এআইয়ের জন্য ডিভোর্স বাড়ছে!

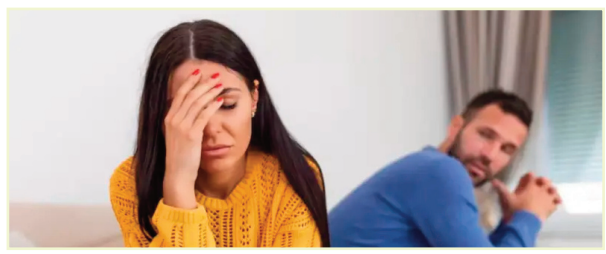

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই কি সম্পর্ক ভাঙনের কারণ হয়ে উঠছে? সম্প্রতি এমনই এক প্রশ্ন ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। চ্যাটজিপিটি এখন অনেকের কাছে হয়ে উঠছে ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা, এমনকি মানসিক সঙ্গীও। আর সেখান থেকেই তৈরি হচ্ছে নতুন উদ্বেগ। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে, ভারতে বহু মানুষ সম্পর্কের সমস্যা নিয়ে চ্যাটজিপিটির সাহায্য নিচ্ছেন। কেউ প্রেমে সমস্যা হলে এ আই এর সঙ্গে আলোচনা করছেন, কেউ আবার বিবাহিত জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে পরামর্শ চাইছেন। এমনকি সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়ার পর চ্যাট জিপিটি-কে বিচারকের আসনে বসানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ আই -এর সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এটি ব্যবহারকারীর কথাকেই অনেক সময় সমর্থন করে। অর্থাৎ কেউ যদি নিজের সঙ্গীকে 'টক্সিক' বা 'উদাসীন' বলে তুলে ধরেন, এ আই সেই দৃষ্টিভঙ্গিকেই আরও জোরালো করতে পারে। ফলে সম্পর্কের জট খুলতে না পেরে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি আরও বাড়ে। মনোবিদদের কথায়, এ আই কখনও মানুষের আবেগ পুরোপুরি বুঝতে পারে না। এটি সহানুভূতি দেখাতে পারে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির গভীরতা বিশ্লেষণ করতে পারে না।

থেরাপির মতো জায়গায় যেখানে আত্মসমালোচনা ও দু'পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে এ আই অনেক সময় একপাক্ষিক সমর্থন দেয়। তবে আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতে এখনও এমন কোনও নজির নেই যেখানে আদালত এ আই-কে সরাসরি বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মত, চ্যাট জিপিটি নিজে সম্পর্ক ভাঙছে না, বরং সম্পর্কের ভিতরে আগে থেকেই থাকা দূরত্ব বা সমস্যাকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে। প্রযুক্তি যতই এগোক, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন খোলামেলা কথা বলা, বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক সম্মান।

আট বছর ধরে পরছেন একটাই অন্তর্বাস

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ফুটবল মাঠে গোল বাঁচানোই তাঁর কাজ। কিন্তু সম্প্রতি এমন এক ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা জানিয়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন এডারসন। জানা গিয়েছে, গত আট বছর ধরে একই অন্তর্বাস পরে মাঠে নামছেন এই তারকা গোলরক্ষক! এই অন্তর্বাস নাকি তাঁর লাকি চার্ম। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির গোলকিপার এডারসন এক সাক্ষাৎকারে জানান, তাঁর জীবনে একটি মাত্র কুসংস্কার রয়েছে। সেটি হল ম্যাচের দিন একই বক্সার বা অন্তর্বাস পরা। তিনি মজার ছলেই বলেন, তআট বছর ধরে একইটা ব্যবহার করছি। সেটি এখনও ঠিকঠাক আছে কি না প্রশ্ন করা হলে হেসেই উত্তর দেন তিনি। অনেক খেলোয়াড়ই মনে করেন, কোনও নির্দিষ্ট জিনিস বা অভ্যাস তাঁদের সৌভাগ্য এনে দেয়। কারও নির্দিষ্ট জুতো, কারও বিশেষ খাবার, আবার কারও নির্দিষ্ট রুটিন;এভাবেই তৈরি হয় ব্যক্তিগত বিশ্বাস। এডারসনের ক্ষেত্রেও তেমনটাই। তাঁর দাবি, এই অভ্যাস শুরু করার পর থেকেই তাঁর কেরিয়ারে সাফল্য এসেছে। ২০১৭ সালে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে একের পর এক ট্রফি জিতেছেন এডারসন। প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ;সব বড় মঞ্চেই সাফল্য পেয়েছেন তিনি। তাই সেই 'লাকি' অন্তর্বাসের উপর বিশ্বাস আরও বেড়েছে বলেই মনে করছেন অনেকে। নেটিজেনদের একাংশ অবশ্য এই বিষয়টি নিয়ে মজাও করেছেন। খেলার মাঠে প্রতিভা, পরিশ্রম আর মানসিক শক্তিই শেষ কথা। তবে তার মাঝেও এমন অদ্ভুত ব্যক্তিগত বিশ্বাস মাঝে মাঝে ক্রীড়াবিদদের আরও বেশি চর্চার কেন্দ্রে এনে দেয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 26-05-2026 16:15 Page 3

এসআইআর-এর প্রতিবাদে রামপুরহাটে বামেদের বিরাট মিছিল ও ডেপুটেশন প্রদান

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ এসআইআর-এর প্রতিবাদে এদিন বীরভূমের রামপুরহাটে সিপিআইএমের ডাকে অনুষ্ঠিত হল এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলটি গোটা রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করে এসে পৌঁছয় রামপুরহাট মহকুমাশাসকের দপ্তরের সামনে। সেখানে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের লড়াকু নেতা ও বিশিষ্ট আইনজীবী ফেরদৌস শামীম, হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট সব্যসাচী চ্যাটার্জি এবং শতরূপ ঘোষ। বক্তারা অভিযোগ করেন, বহু প্রাপ্য ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

মিছিল শেষে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রামপুরহাট মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করে। সিপিআইএমের দাবি, যেসব ভোটার ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন বা যাদের মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদের সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ঘোষণায় মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ তোলা হয়। নেতৃত্বের দাবি, সরকারি দপ্তরগুলির ভূমিকার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। তাই দ্রুত সমস্যার সমাধান করে রাজ্যের সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার আবেদন জানানো হয় স্মারকলিপিতে।

সামান্য বৃষ্টিতেই ভাসছে এলাকা, খাড়ি সংস্কার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দীর্ঘদিন ধরে খাঁড়ি ও নদীর জল নিষ্কাশনের জন্য সংস্কার না হওয়ার কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই দাঁড়িয়ে পড়ছে বর্ষা এবং বৃষ্টির জল। এমনই চিত্র উঠে আসছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের হিলি যমুনা নদী, ধলপাড়া শ্রী নদী এবং তিওড়, ডাবরা ও কামারপাড়ার ঘুপসি খাড়ি থেকে। এই এলাকার কৃষক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ যে দীর্ঘদিন ধরে এই নদীর খাড়িগুলির এবং অন্যান্য নালাগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা না হওয়ার কারণে এবং নিয়মিত খনন না করার ফলেই সামান্য বৃষ্টিতেই দাঁড়িয়ে পড়ছে বর্ষার জল। আর এর ফলেই কৃষকদের উৎপাদিত ফসল গুলির জমিতে ঢুকে পড়ছে এই বৃষ্টি এবং বর্ষার জল। দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ করে একশ দিনের কাজ বন্ধ থাকা এবং নিয়মিত এই খাড়ি ও নদী গুলির জল নিষ্কাশনের জন্য নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা না করার কারণে এমন সমস্যা তৈরি হয়েছে

বলে অভিযোগ হিলি ও বালুরঘাট ব্লকের কৃষির উপর নির্ভরশীল কৃষক এবং সাধারণ বাসিন্দাদের। ডাবরা, তিওড়,ধলপাড়া, মানিকো, কামারপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ যে নদী নালাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার এবং সংস্কার না করার ফলে কৃষি জমির পাশাপাশি সামান্য বৃষ্টিতেই ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ছে বৃষ্টির জল। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ যে নিয়মিত এই খাড়ি ও নদীগুলি সংস্কার করা হলে নিজ গতিতেই বর্ষা এবং বৃষ্টির জল গুলি আপন মনে চলে যেত। তারা বলেন যে জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় বাধা প্রাপ্ত হওয়ার কারণেই কৃষি জমিতে এবং বাসগৃহে জল ঢুকে পড়ছে।এ বিষয়ে পরিবেশপ্রেমী তথা সমাজসেবী সুরজ দাস বলেন যে নিয়মিত খাড়ি এবং নদী নালা গুলি সংস্কার না করার কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন যে পরিবেশ রক্ষার্থে এবং বর্ষার জল নিষ্কাশনের জন্য নিয়মিত এগুলির সংস্কার করা প্রয়োজন।কৃষক ও সাধারণ মানুষের কথা ভেবে যাতে আগামী দিনে এই খাড়ি এবং নদী-নালা গুলি প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কার করা হয় সেই বিষয়ে তিনি বিভাগীয় দপ্তরের আধিকারিকদের নজরে এনে নদী নালা গুলি সংস্কারের বিষয়টি তুলে ধরবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

তাপপ্রবাহে কাবু সুন্দরবনের বাঘ

ঝড়খালিতে চলছে বিশেষ শীতলায়ন ব্যবস্থা

নয়া জামানা,ঝড়খালি ঃ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ক্রমশ বাড়ছে গরমের দাপট। তীব্র তাপপ্রবাহে নাজেহাল সাধারণ মানুষ থেকে পশুপাখি; কারওই রেহাই নেই। এই ভয়াবহ গরমে সুন্দরবনের ঝড়খালির ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে থাকা বাঘেদের সুস্থ রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিল বন দপ্তর। বাঘদের জন্য করা হয়েছে বাথটাব, স্ট্যান্ড ফ্যান এবং ও আর এস -সহ একাধিক বিশেষ ব্যবস্থা।দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালিতে অবস্থিত ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল পার্কের মধ্যেই রয়েছে ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র। এখানে মূলত অসুস্থ, আহত কিংবা বয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা করা হয়। আগে এই কেন্দ্রে চারটি বাঘ থাকলেও বার্ধক্যজনিত কারণে দু'টি বাঘের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে সেখানে রয়েছে দু'টি বাঘ, আর এই অসহনীয় গরমে তাদের নিয়েই বাড়তি সতর্ক বন দপ্তর।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নলবাহিত ঠান্ডা জল দিয়ে স্নান করানো হচ্ছে বাঘ দু'টিকে। পাশাপাশি পশু চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী পানীয় জলে মেশানো হচ্ছে ও আর এস ও ভিটামিন সি। এনক্লোজারের সামনে বসানো হয়েছে বড় স্ট্যান্ড ফ্যান। এছাড়াও রাখা হয়েছে বড় বাথটাব, যেখানে ইচ্ছামতো শরীর ভিজিয়ে স্বস্তি পাচ্ছে বাঘেরা। খাবারের ক্ষেত্রেও আনা হয়েছে পরিবর্তন। বাঘদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কাঁচা মাংস দেওয়া হচ্ছে নিয়ম মেনে।এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনাধিকারিক নিশা গোস্বামী জানান, অতিরিক্ত গরমে বাঘদের সুস্থ রাখতে সবরকম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি তাদের পর্যাপ্ত জল, স্নান ও ঠান্ডা পরিবেশের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

নাবালিকাকে যৌন নিপীড়নে গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ আড়ালে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরীকে প্রলোভন দেখিয়ে একটি নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে দুই স্থানীয় যুবক যৌন নিপীড়ন চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।রবিবার সন্ধ্যায় 'বড় বাঁধ' পুকুর সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আন্দাল পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে অভিযুক্ত সুরজ বাউরি এবং বিশাল ডোম-কে গ্রেপ্তার করেছে।অভিযুক্তদের আজ

আদালতে তোলা হয় ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাদের ৭ দিনের রিমান্ড বা হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।স্থানীয় জনসমাজ এই ঘটনায় স্তম্ভিত এবং এই জঘন্য অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

আধার লিঙ্কে টাকা নেওয়ার অভিযোগ-বিক্ষোভ

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ আধারের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করাকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল খড়িবাড়ির ভজনপুর পোস্ট অফিস। সোমবার সকাল থেকেই স্থানীয় বাসিন্দারা পোস্ট অফিস চত্বরে বিক্ষোভে সামিল হন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রথমে আধার,মোবাইল লিঙ্ক করার জন্য জনপ্রতি ১৫০ থেকে ২০০ টাকা নেওয়া হচ্ছিল। পরে একটি তথ্যমিত্র কেন্দ্রকে ঘিরে অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর সেই টাকা কমিয়ে ৭৫ টাকা করা হয়। কিন্তু এখনও প্রতিদিন মাত্র ২০,৩০ জনকে টোকেন দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁদেরই শুধু পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের।এছাড়াও অভিযোগ, পোস্ট অফিসের পাশেই ভজনপুরের ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টারের একটি রঙের দোকান রয়েছে। অফিস চলাকালীন সময়ে তিনি দোকানে চলে যাওয়ায় পরিষেবা ব্যাহত

হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাসিন্দারা।যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভজনপুর পোস্ট অফিস-এর ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার। তিনি জানান, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক টোকেন দিয়ে কাজ করা হচ্ছে।ঘটনার খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানা-র পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত স্বচ্ছ ও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা চালু করা হোক।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 26-05-2026 16:15 Page 4

যে মসজিদের কোনো ছাদ নেই

বিশ্বের ১৫টি হারিয়ে যাওয়া শহরের একটি তালিকা তৈরি করেছিল ফোর্বস ম্যাগাজিন। তার মধ্যে ছিল মসজিদের শহর বাগেরহাটের নাম। যত দূর জানা যায়, ১৫ শতকে এই শহরটি বানিয়েছিলেন তুর্কি সেনাপতি হজরত খানজাহান আলি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বাগেরহাট জেলায় এখ নকার বাগেরহাট শহরের অংশ ছিল এটি। একটা সময়ে
খলিফতাবাদ আর পুদিনার শহর বলেও নাম ছিল জায়গাটার। ৫০টারও বেশি স্থাপত্য এখানে তৈরি হয়েছিল সুলতানি আমলে। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৩৫ থেকে ১৪৫৯ সাল) হজরত আল-আজম উলুঘ খ ানজাহান আলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খলিফতাবাদ রাজ্যটি। রাজকার্য চালানোর জন্য তিনি একটি দরবার হল তৈরি করেছিলেন, পরে সেটিই মসজিদে পরিণত হয়। নাম হয় ষাট গম্বুজ মসজিদ। আজ সেই ষাট গম্বুজ মসজিদেরই গল্প বলব। নাম ষাট গম্বুজ মসজিদ হলেও এখানে গম্বুজের সংখ্যা কিন্তু সাতাত্তর। আর মিনারের চারটে গম্বুজকে ধরলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় একাশি। তাহলে ষাট গম্বুজ নামটা এল কোথা থেকে? এই নিয়ে অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে। অনেকের মতে, গম্বুজের সাতটা সারি আছে বলে মসজিদের একসময় নাম ছিল সাত গম্বুজ মসজিদ। সেখান থেকেই বিকৃত হয়ে ষাট গম্বুজ নামটা এসেছে। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, ষাটখানা পাথরে তৈরি থামের ওপর মসজিদটি রয়েছে বলে ওই ধরনের নাম এসেছে। এই ধরনের পাথরের স্তম্ভকে ফারসি ভাষায় বলা হয় খামবাজ। সেই খামবাজ শব্দটি পাল্টে গম্বুজ হয়ে গেছে। অন্য দিকে, কারও কারও ধারণা, গম্বুজ ছাড়া আলাদা ছাদ নেই বলে মসজিদটিকে 'ছাদ গম্বুজ' নামে ডাকা হত। সেখান থেকেই এসেছে ষাট গম্বুজ নামটা। এটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং যে সাধারণভাবে আমরা যাকে ছাদ বলি, এই মসজিদে সেরকম কিছু নেই। গম্বুজগুলোই এই বাড়িটার ছাদ।বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, সুলতানি আমলের তুঘলকি স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে মিল রয়েছে ষাট গম্বুজ মসজিদের কাঠামোয়। জনশ্রুতি আছে যে হজরত খ ানজাহান তাঁর অলৌকিক শক্তির সাহায্যে চট্টগ্রাম অথবা আরেকটি মত অনুযায়ী রাজমহল থেকে এই স্থাপত্য বানানোর জন্য জলপথে পাথর ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। চুন, সুড়কি,
কালো পাথর আর পোড়া মাটির ছোটো ইট দিয়ে বানানো হয়েছিল এটি। সামনের দিকের দুটি মিনারের একটির নাম রওশন কোঠা আর অন্যটির নাম আন্ধার কোঠা। উত্তর দিকে রয়েছে মসজিদে ঢোকার দরজা। অনেকে মনে করেন, মদিনার বিখ্যাত মসজিদ-ই-নববির আদলে তৈরি হয়েছে এই স্থাপত্য। সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

বিশ্বের ১৫টি হারিয়ে যাওয়া শহরের একটি তালিকা তৈরি করেছিল ফোর্বস ম্যাগাজিন। তার মধ্যে ছিল মসজিদের শহর বাগেরহাটের নাম। যত দূর জানা যায়, ১৫ শতকে এই শহরটি বানিয়েছিলেন তুর্কি সেনাপতি হজরত খানজাহান আলি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বাগেরহাট জেলায় এখনকার বাগেরহাট শহরের অংশ ছিল এটি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।